ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৭৪ ● কলকাতা ● ০২ চৈত্র, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১৬ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আরবাজের সঙ্গে ডিভোর্সের কারণ জানালেন মালাইকা

পৃঃ ৫

টেস্টে আগ্রহ বাড়াতে প্রণোদনা ঘোষণা ভারতের

পৃঃ ৬

কেন তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন?

বিজেপির সদর দফতরে বসেই 'ফাঁস' করলেন অর্জুন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দলের কর্মীদের বাঁচাতেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম। বাংলার সব বিধানসভাতে 'সন্দেশখালি' রয়েছে। মা-বোনেরা অত্যাচারিত হচ্ছে। বিজেপিতে যোগ দিয়েই রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অর্জুন সিং ।অন্যদিকে বিজেপিতে যোগ দিয়েই এদিন দিব্যেন্দু বলেন, আমার আকছে আজ দিনটা শুভ। মোদীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বিজেপিতে যোগ দিলাম। নিচুতলার কর্মী হয়েই বিজেপিতে কাজ করব। ৪০০ পার করতে সাহায্য করব বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতার ভাই। কার্যত একই বক্তব্য উঠে এল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেনদু অধিকারীর বক্তব্যেও।বলেন, বাংলার মা-বোনেদের কোনও সম্মান নেই। সন্দেশখালিতে যা ঘটেছে তা নিন্দার কোনও ভাষা নেই বলেও মন্তব্য করেছেন তমলুকের বিদায়ী সাংসদ (উরনুবহফঁ অফযরশধৎর)। বছরখানেক আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপিস্থিতিতে তৃণমূলে ফিরে আসেন অর্জুন সিং । কিন্তু বারাকপুর লোকসভা আসন থেকে এবার তাঁকে প্রার্থী করেনি শাসকদল। আর এরপরেই বিদ্রোহী হয়ে

এরপর ৩ পাতায়

রাইসিনা হিলসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দরবারে

সন্দেশখালির ১১ জন বাসিন্দা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাইসিনা হিলসে সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা'রা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দরবারে সন্দেশখালির ১১ জন বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা এবং বাকিরা পুরুষ। রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনে দুঃখপ্রকাশ করেন মুর্মু।বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, শাহজাহান ওই এলাকার 'ত্রাস'। বিঘার পর বিঘা জমি ও ভেড়ি দখলের অভিযোগ উঠেছে। তেমনই আবার রয়েছে নারী নির্যাতনের অভিযোগও। সন্দেশখালিতে ইডি হামলার প্রায় ৫৫ দিন পর গ্রেপ্তার হন শাহজাহান। গ্রামগুলিতে অশান্তির মাঝে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় এসসি এসটি কমিশনের প্রতিনিধিরা সন্দেশখালি যান। রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্টও জমা দেন। এবার রাষ্ট্রপতির দরবারে সন্দেশখালির মহিলারা। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নির্যাতিতাদের সাক্ষাত, যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন সকলে।এর আগে বারাসতের সভা শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন সন্দেশখালির বেশ কয়েকজন মহিলা। নারী দিবসের আগে মমতার সভামঞ্চেও দেখা গিয়েছে সন্দেশখালির মহিলাকে।

সেন্টার ফর এসসি/এসটি সাপোর্ট অ্যান্ড রিসার্চের ডিরেক্টর ডঃ পার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

এরপর ৩ পাতায়

আগামীকাল লোকসভা নির্বাচনের

তারিখ ঘোষণা করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নভেশ কুমার, সিনিয়র সাংবাদিক : নতুন দিল্লি, ১৫ মার্চ ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : আগামীকাল বিকাল ৩টায় সাধারণ নির্বাচনের ভোটের তারিখ ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। এই ঘোষণাটি ECI-এর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতেও লাইভ স্ট্রিম করা হবে।

কমিশন সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্য শেয়ার করে বলেছে যে চারটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করা হবে। এপ্রিল/মে মাসে যে চারটি রাজ্যে ভোট হতে পারে সেগুলি হল অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা এবং সিকিম, অন্যদিকে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং ঝাড়খণ্ডে এই বছরের শেষের দিকে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে।

এটি উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান লোকসভার মেয়াদ ১৬ জুন শেষ হচ্ছে এবং তার আগে একটি নতুন হাউস গঠন করতে হবে। সূত্রমতে, এবারের সাধারণ নির্বাচন সাত থেকে আট ধাপে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

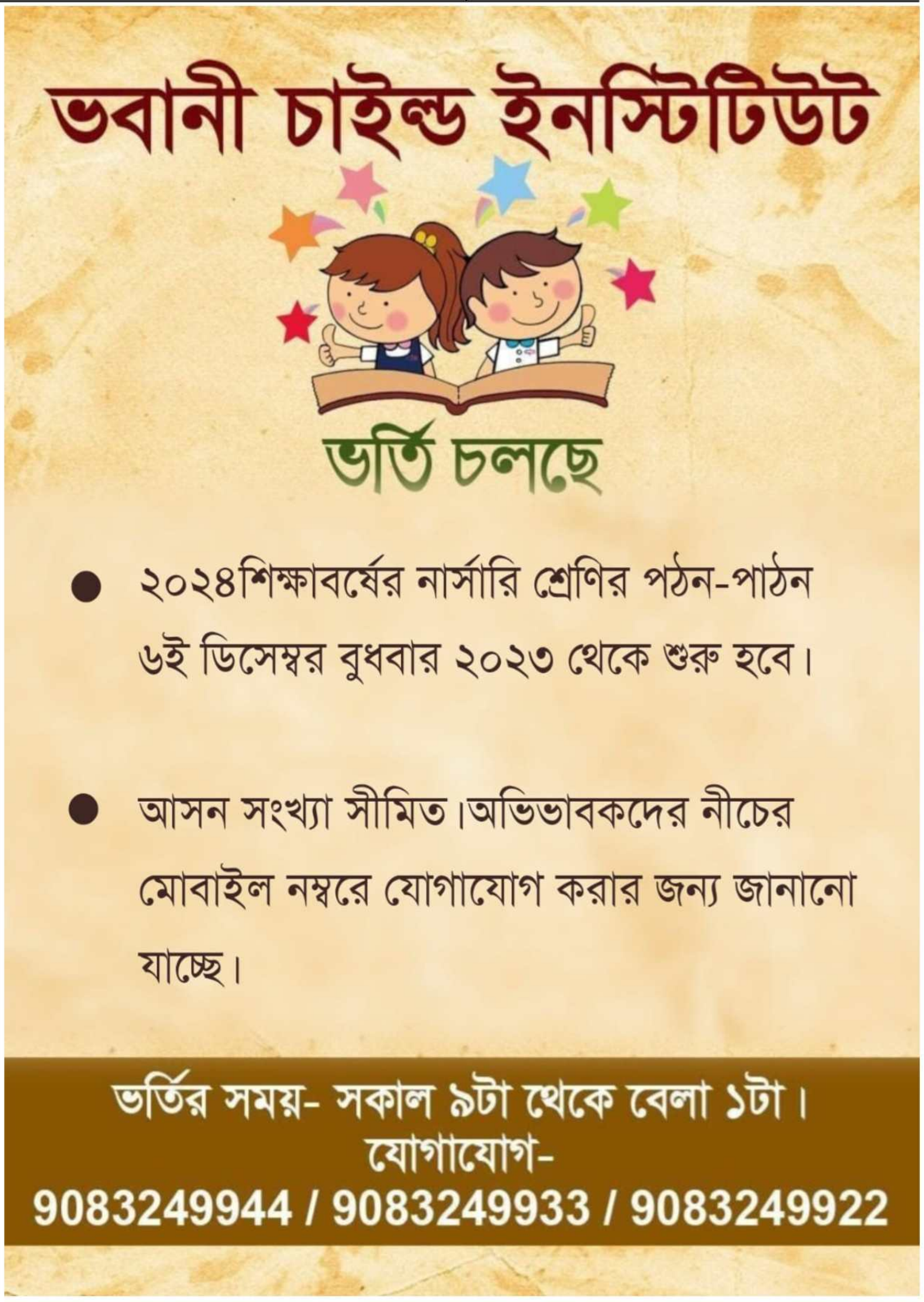

তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই,

নাজেহাল বস্তিবাসী

পূর্ব মেদিনীপুর : এগরা : নিউজ সারাদিন : তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। নাজেহাল বস্তিবাসী। তাই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ১ নম্বর ব্লকের পাঁচরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কসবাগোলা এলাকার ঘটনা। শুক্রবার বেলার দিকে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় কসবাগোলায় লোডশেডিং এর প্রতিবাদ জানিয়ে রমজান মাসে রাস্তায় বাঁশ ও গাছের গুঁড়ি ফেলে প্রায় কয়েক ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, বুধবার প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায় এবং বৃষ্টির জেরে বিদ্যুতের খুঁটি-সহ কারেন্টের লাইন ছিঁড়ে পড়ে। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কারেন্টের খুঁটি ভেঙে পড়ে একেবারেই তছনছ হয়ে গিয়েছে গোটা এলাকায়। এর ফলে দীর্ঘ প্রায় তিন দিন ধরে কসবাগোলায় চলছে লোডশেডিং। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিদ্যুৎ দফতরে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার কসবাগোলায় এসেছে হাইটেনশন লাইন। ঝড়ে সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। রমজান মাসে বিদ্যুৎ না থাকায় জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা। ফলে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, বিদ্যুৎ দফতরের উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়রা এই বিষয়টি এগরার বিধায়ক তরুণ কুমার মাইতি ও দাঁতনের বিধায়ক বিক্রম চন্দ্র প্রধানকে জানিয়েছেন। তাতেও কোন লাভ হয়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। তবে এ প্রসঙ্গে পাঁচরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের আহবায়ক রবীন্দ্রনাথ দাস জানিয়েছেন, আমরা বিষয়টি বিদ্যুৎ দফতরে জানিয়েছি। কসবাগোলার কিছু কিছু জায়গায় কারেন্ট আসা শুরু করেছে। তবে আশা করছি কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুরো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে সম্পূর্ণ করবো। কিন্তু অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে বিদ্যুৎ দফতরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের হেদিয়া গ্রামে লো ভোল্ট টেস্ট সমস্যায় জর্জরিত এলাকাবাসীরা। সবে গরম শুরু ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের কষ্ট শুরু হতে হতেই বিদ্যুতের ভোল্টেজ সমস্যা তৈরি হয়েছে। সে কারণেই রেগে খোবে ফেটে পড়ছে সাধারণ মানুষ। তাহলে জোরদার গরম পরলে পরিস্থিতি কি হতে পারে সে নিয়ে দ্বন্দ্বে রয়েছে হেদিয়া বাসীরা।

গোপীবল্লভপুরে তৃনমূলের দলীয় প্রার্থীর

সমর্থনে দলীয় প্রচারে দেওয়াল লিখনে হাত লাগালেন রাজন্যা হালদার

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : শেষ হাঁসি মানুষ হাঁসবে সাধারণ মানুষ, শেষ খেলা তৃণমূল কংগ্রেস খেলবে।' ঝাড়গ্রাম লোকসভার তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী কালিপদ সরেন এর সমর্থনে গোপীবল্লভপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নির্বাচনী প্রচারে এসে ঝাড়গ্রাম লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী জয়ের ব্যাপারে এরকমই মন্তব্য করলেন রাজ্য তৃনমূল ছাত্র পরিষদের সম্পাদিকা রাজন্যা হালদার। তৃণমূলের নয়া প্রজন্মের নেত্রী রাজন্যা হালদার এদিন ঝাড়গ্রাম লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী কালিপদ সরেন এর সমর্থনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীদের নিয়ে দেওয়াল লিখনে হাত লাগান। অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রাক্তন ছাত্র নেতা লোকেশ কর, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সত্যরঞ্জন বারিক, গোপীবল্লভপুর এক ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি দীপঙ্কর দে, আনন্দ বাড়ি, স্নেহাশীষ দাস এর উপস্থিতিতে এদিন রাজন্যা

এরপর ৩ পাতায়

কুয়াশার কারণে নৌকো বন্ধ থাকাতে

সাধারণের ট্রেন ধরতে ভুগতে হল

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : ১৫ই মার্চ সকাল সাড়ে ৬ টা থেকে ঘন কুয়াশার কারণে নবদ্বীপ ফেরী ঘাটে ফেরী চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল ।বিপাকে পড়েছেন বহু সাধারন মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীরা। জানাজায় ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্য মানতার জন্যই যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানালেন নবদ্বীপ জলপথ পরিবহন এর সাথে যুক্ত গৌতম বাবু।শীত শেষ, বসন্ত শুরু হয়ে ফালগুন মাস শেষ হতে চলল তবুও কুয়াশা যেন পিছু হটছে না। নবদ্বীপ ফেরী ঘাট কোনো মতে রিস্ক না নিয়ে নৌকা চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নৌকা চলা চল স্বাভাবিক হয় সকাল ৮টা থেকে। নবদ্বীপ থেকে বহু মানুষ কৃষ্ণনগর ট্রেন ধরে চাকরির সুবিধার্থে বিভিন্ন জায়গায় যান। আবার কিছু মানুষ নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে ট্রেন ধরে হাওড়া অথবা কাটোয়া চাকরির করতে যান। অফিস টাইমে ট্রেনগুলো ধরা খুবই দুঃসাধ্যকর হয়ে পড়ে। দুদিন ধরে নবদ্বীপ স্বরুপগঞ্জ ঘাট কৃষ্ণনগর স্টেশনগামী অটো বন্ধ। দুই ইউনিয়নের সঙ্গে মারামারি হওয়াতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অটো বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিকে অটো বন্ধ থাকার ফলে যাত্রী সাধারণ কে বেশি ভাড়া দিয়ে টোটো করে যাতায়াত করতে হচ্ছে, তাতে সময়ও লাগছে বেশি। বাস গুলো স্বরুপগঞ্জ ঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ড কোন বাস স্টেশনের দিকে যায় না। যাত্রীদের বেশি ভাড়া দিয়ে টোটো করে যেতে হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই কৃষ্ণনগর স্টেশন স্বরুপগঞ্জ ঘাট বাস এবং অটো ইউনিয়নের সঙ্গে বচসা হয়। তার ফলে যাত্রী সাধারণ কে অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর অবৈধভাবে প্রচুর টোটো এবং অটো যাত্রী নিয়ে চলাচল করে। স্থানীয় রাজনীতি থেকে প্রশাসন সকলের সঙ্গে আলোচনা বসে এখনো পর্যন্ত কেউ সমাধান করতে পারিনি। আসন্ন দোল উৎসব কে কেন্দ্র করে বহু মঠ - মন্দিরে যাত্রী সমাবেশ হয়, যার ফলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সবাইকে।

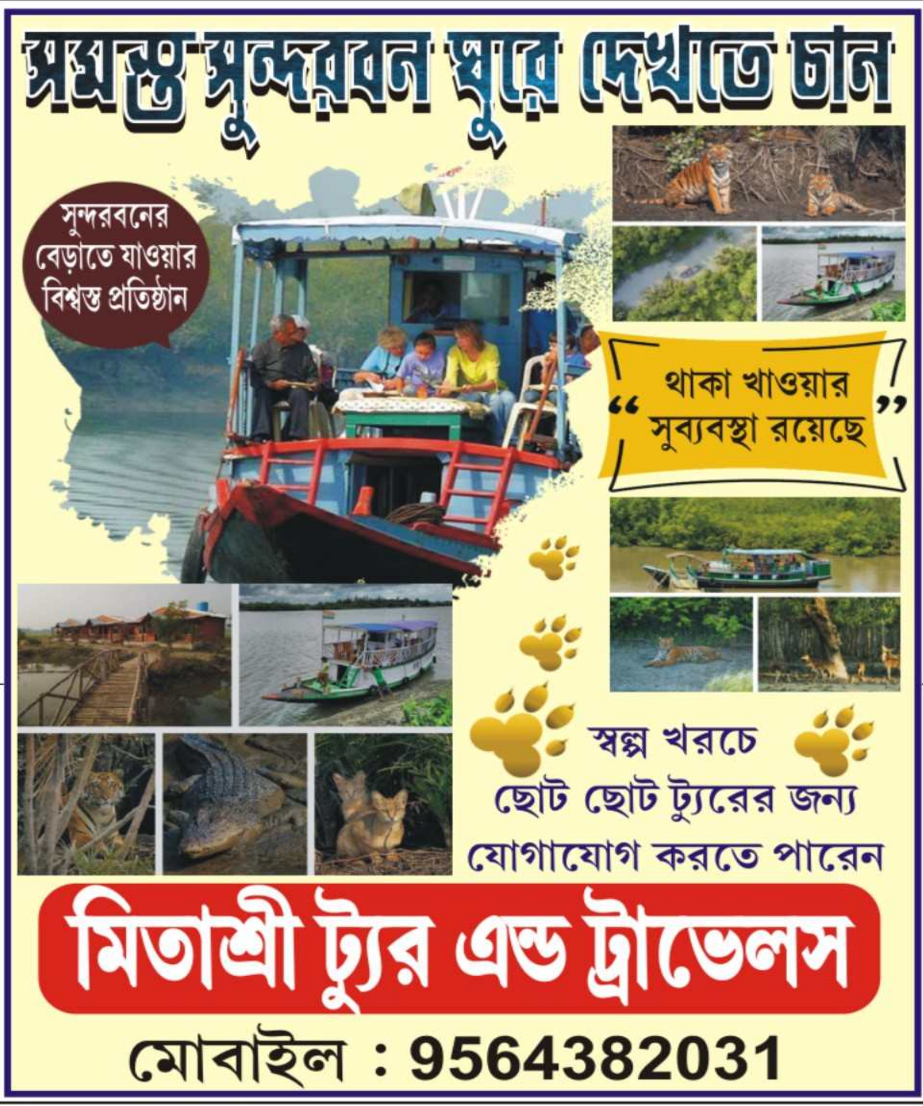

স্পার্ক মিন্ডা হেলমেট পরিসরে একটি নতুন সংযোজন,

ভিস্টা-এর সাথে অতুলনীয় সুরক্ষার অভিজ্ঞতা নিন

Siliguri, 15th March, 2024: নিউজ সারাদিন : স্পার্ক মিন্ডা, স্বয়ংচালিত উপাদান এবং আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় নাম, ২০২৩ সালের শেষের দিকে ভালোর ফ্লিপ-আপ হেলমেট সফলভাবে লঞ্চ করার পরে, ভিস্টা হেলমেট লঞ্চ করার সাথে সাথে তার হেলমেটের পরিসর গর্বের সাথে প্রসারিত করেছে। ভিস্টা হেলমেট হল উদ্ভাবন এবং নিরাপত্তার প্রতি স্পার্ক মিন্ডা-এর প্রতিশ্রুতির একটি মূর্ত প্রতীক, যা আরোহীর নিরাপত্তা এবং আরামের পরবর্তী বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে।

সদ্য চালু হওয়া ভিস্টা হেলমেটের জন্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, স্পার্ক মিন্ডায় আফটার মার্কেট এর সিইও মিঃ অরুণ নাগপাল বলেন, "ভিস্টা হেলমেট লঞ্চের মাধ্যমে আমরা আবারও স্বয়ংচালিত শিল্পে উদ্ভাবন এবং নিরাপত্তার সীমারেখা ঠেলে দিচ্ছি। ভ্যালর হেলমেটের সাফল্য, ভিস্টা হেলমেট আমাদের যাত্রার পরবর্তী অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে যাতে রাইডারদের রাস্তায় অতুলনীয় সুরক্ষা এবং আরাম দেওয়া যায়।"

হেলমেট বিভাগের হেড অফ সেলস মিঃ আশিস গর্গ বলেন, নির্ভুলতা দিয়ে তৈরি এবং উৎকর্ষের জন্য ইঞ্জিনিয়ার, ভিস্টা হেলমেট অত্যাধুনিক ডিজাইনের সাথে উন্নত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন যাতে রাইডিং এর অভিজ্ঞতা বাড়ানো যায়। তার পূর্বসূরি, ভালোর হেলমেট দ্বারা স্থাপিত ভিত্তির উপর ভিত্তি করে, ভিস্টা হেলমেট রাইডারদের অতুলনীয় সুরক্ষা এবং আরাম প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বর্ধনের প্রবর্তন করেছে।

ভিস্টা হেলমেটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চতর প্রভাব প্রতিরোধের জন্য একটি উচ্চ গ্রেডের এবিএস শেল, আরামের সাথে আপস না করে সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করে। অপসারণযোগ্য এবং ধোয়া যায় এমন গালের প্যাডগুলি স্বাস্থ্যবিধি এবং আরামকে অগ্রাধিকার দেয়, যা নিশ্চিত করে যে রাইডাররা প্রতি রাইডে সতেজ এবং আরামদায়ক থাকে।

রাইডারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা, ভিস্টা হেলমেটে উদ্ভাবনী উপাদান রয়েছে যেমন হেলমেট লক এবং পিছনে একটি প্রতিফলক, যাতায়াতের সময় আরোহীদের জন্য নিরাপত্তা এবং দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করে। উপরন্তু, একটি স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী পলিকার্বোনেট সিলিকন হার্ড-কোটেড ভিসার সমস্ত অবস্থায় ক্রিস্টাল-ক্লিয়ার দৃশ্যমানতা প্রদান করে, যা রাইডারদের সামনের রাস্তার একটি পরিষ্কার দৃশ্য দেয়।

উপরন্তু, সমস্ত রাইডারদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য তা নিশ্চিত করতে, ভিস্টা হেলমেট ৮১৫/- টাকা থেকে শুরু হওয়া সাশ্রয়ী মূল্যে প্রিমিয়াম সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করার স্পার্ক মিন্ডা-এর ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছে। রাইডাররা এখন ভিস্টা হেলমেটের সাথে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে, যা সারাদেশে নির্বাচিত খুচরা বিক্রেতাদের কাছে ৬টি রঙে পাওয়া যায়।

ভিস্টা হেলমেটের লঞ্চ সড়ক নিরাপত্তা এবং উদ্ভাবনের প্রতি স্পার্ক মিন্ডা-এর অটল প্রতিশ্রুতিকে নির্দেশ করে, একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বিন্দুতে চমৎকার বৈশিষ্ট্য সহ একটি নিরাপদ, আরামদায়ক এবং আড়ম্বরপূর্ণ হেলমেট খুঁজছেন এমন রাইডারদের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ অফার করে। অর্থের জন্য

এরপর ৩ পাতায়

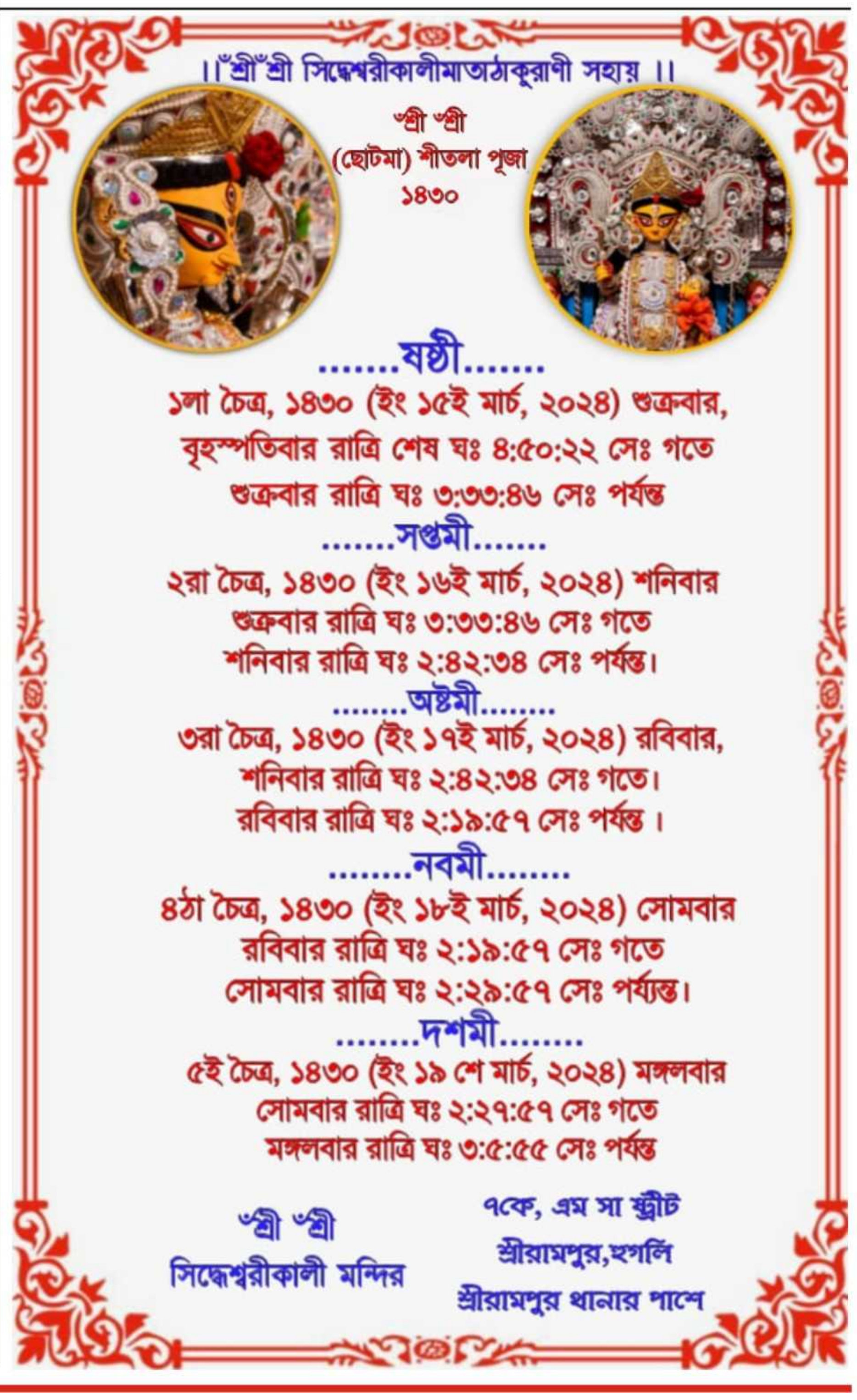

১-ম পাতার পর

রাইসিনা হিলসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দরবারে সন্দেশখালির ১১ জন বাসিন্দা

কাছে যান সন্দেশখালির বাসিন্দারা। পার্থ জানান, "সন্দেশখালির মোট ১১ জন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জন মহিলা এবং ৬ জন পুরুষ। সরাসরি নির্যাতিতদের মুখ থেকেই যাতে রাষ্ট্রপতি জানতে পারেন, তাই সন্দেশখালির মহিলা এবং নির্যাতিত পুরুষদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে আসি। রাষ্ট্রপতি তাঁদের কথা শুনেছেন। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে দুঃখও প্রকাশ করেছেন। সহানুভূতিও প্রকাশ করেছেন তিনি।" উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। শেখ শাহজাহানের অনুগামীদের হামলায় জখম হন তিন আধিকারিক। ঝরে রক্ত। ভাঙচুর করা হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গাড়িতেও। এই ঘটনার পর থেকে বিশাল সাম্রাজ্য ছেড়ে ফেরার হয়ে যান শাহজাহান। এদিকে, ফেরার শাহজাহানকে গ্রেপ্তারির দাবিতে পথে নামেন মহিলারা। জ্বলে ওঠে গ্রামের পর গ্রাম। পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়ে যায় যে দফায় দফায় ১৪৪ ধারা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন।

১-ম পাতার পর

কেন তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন? বিজেপির সদর দফতরে বসেই 'ফাঁস' করলেন অর্জুন

ওঠেন অর্জুন। ক্ষোভ উগরে দেন।

এমনকি তৃণমূলে যোগদান করা ভুল হয়েছে বলেও মন্তব্য করতে দেখা যায় বারাকপুরের প্রভাবশালী এই নেতাকে। যদিও তৃণমূলের তরফে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও ব্যর্থ হন। ভোটের ময়দানেই বারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী প্রার্থ ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন অর্জুন সিং। এরপর থেকেই অর্জুনের বিজেপি যোগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। আজ শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন বারাকপুরের সাংসদ ।তৃণমূল ছেড়ে মোদী-শাহের হাত ধরলেন দিব্যেন্দু অধিকারীও। বৃহস্পতিবারই দিল্লি উড়ে যান তিনি। আজ দীর্ঘ বৈঠক শেষে অমিত মালব্যের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপি যোগের পরেই একাধিক ইস্যুতে শাদকদলকে আক্রমণ শানান অর্জুন-দিব্যেন্দু দুজনেই। সন্দেশখালি ইস্যুতে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এদিন অর্জুন বলেন, ২০২১ সালের পর কীভাবে সন্ত্রাস হয়েছে বাংলার মানুষ দেখেছে। ৫০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে সবথেকে মানুষ অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হয়েছে বলে দাবি বিদায়ী সাংসদের। ফলে কর্মীদের বাঁচাতেই সাময়িক সময়ের জন্য দলবদল করতে হয়েছিল বলেও এদিন চাঞ্চল্যকর দাবি করেন তিনি। তবে সন্দেশখালিতে যেভাবে মা-বোনেদের উপর অত্যাচার হয়েছে তা মেনে নিতে পারিনি। দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে যোগদানের ইচ্ছাপ্রকাশ করি। বাংলায় প্রশাসন এবং গুন্ডারা একজোট হয়ে কাজ করে বলেও তোপ অর্জুনের।

কেন্দ্রের জল জীবন মিশন প্রকল্পে বাড়তি টাকা পাচ্ছে বাংলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাকে বঞ্চনা আর একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা ঘিরে যখন কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদির সরকারের সঙ্গে রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিবাদ নয়া মোড় নিয়েছে, ঠিক তখনই কেন্দ্রের তরফেই সুখবর দেওয়া হল রাজ্যকে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ আর্থিক বছর থেকে গত ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এই খাতে কেন্দ্র প্রায় ৮৪৭৮ কোটি টাকা দিয়েছে। সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে রাজ্যও। তাতপর্যপূর্ণ, এই প্রকল্পে প্রতি বছর বরাদ্দ বাড়িয়েই গিয়েছে কেন্দ্র। তথ্য বলছে, ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে ৪৬০ কোটি টাকা, ২০২০-২১ আর্থিক বছরে ৯০৩ কোটি টাকা, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১৭৪৭ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ বছরে ২০০৭ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৩৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। তাদের দাবি, এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে এই প্রকল্পে প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। আর এই প্রকল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে রাজ্যে জল সংযোগের সংখ্যা ছিল ৪৭২০। সেই সংখ্যাই গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পৌঁছেছে প্রায় ৭৯.৬৫ লক্ষে। এই সংখ্যক পরিবারের কাছে প্রকল্পের আওতায় নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। সমান্তরালে কেন্দ্রের বিধি মেনে চলছে তার ব্র্যান্ডিং এবং প্রচারের কাজও। চলতি মার্চ মাসে কেন্দ্রের জল জীবন মিশন প্রকল্পে বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল সংযোগের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা। সেই ভাল কাজের পুরষ্কার বাবদ প্রকল্পের মূল বরাদ্দের পরেও অতিরিক্ত আরও বিপুল অর্থ বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলার জন্য কেন্দ্র সরকার বরাদ্দ করেছিল প্রায় ১৯০৩ কোটি টাকা। নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রের তরফেই এখন রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে যে, আরও ৪০০ কোটি টাকা কেন্দ্রের তরফে রাজ্যকে পাঠানো হচ্ছে চলতি মাসেই ।একের পর এক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ থাকা নিয়ে লোকসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক তরজা বাড়ছে বাংলার বুকে। বরাদ্দের জট কাটাতে কেন্দ্র-রাজ্যের আধিকারিক স্তরে আলোচনা শুরু হলেও সমস্যা মেটেনি। অথচ জল জীবন মিশন প্রকল্পের ক্ষেত্রে মূল বরাদ্দের পরেও অতিরিক্ত আরও বিপুল অর্থ বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র, যা বিশেষ ভাবে তাতপর্যপূর্ণ। প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের মতে, রাজ্যে চালু কেন্দ্রীয় অনুদানভুক্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ বেশ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। এই প্রকল্পের সাফল্যের কথা দেশজুড়ে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মোদি সরকারও এবার কিছুটা হলেও বাংলার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর তাই এই প্রকল্পের জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দও হচ্ছে। উল্লেখ্য, জল জীবন মিশন প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্যের অংশিদারিত্ব ৫০ শতাংশ করে। যদিও সাম্প্রতিক কালে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক জনসভা থেকে দাবি করেছেন, এই ৫০ শতাংশের অংশিদারিত্ব নামেই। আদতে রাজ্যকে খরচ করতে হচ্ছে ৭০ শতাংশ, কেন্দ্র দিচ্ছে মাত্র ৩০ শতাংশ। কেননা রাজ্যকেই নিজ খরচে জমি জোগাড় করতে হচ্ছে পাইপলাইন পাতার জন্য, পাইপ পাতার খরচও বহণ করতে হচ্ছে রাজ্যকেই।

২ পাতার পর

গোপীবল্লভপুরে তৃনমূলের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে দলীয় প্রচারে দেওয়াল লিখনে হাত লাগালেন রাজন্যা হালদার

হালদার প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনে তুলির টান দেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন,' শেষ হাঁসি হাঁসবে সাধারণ মানুষ, শেষ খেলা খেলবে তৃণমূল কংগ্রেস।' পাশাপাশি গত ২০১৯ এর লোকসভা ভোটে বিজেপির জেতা সিট ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের জেতা যে নিশ্চিত তা দাবি করে বলেন, দলের নেতা কর্মীরা সারাবছর মাটি কামড়ে পরিশ্রম করেছেন তাই মানুষ তার বিচার অবশ্যই করবে। পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলায় কুড়মী ভোট প্রসঙ্গে বলেন, সারাবছর পড়াশোনা করলে পরীক্ষার সময় পড়াশোনা করতে হয় না।

ডাক বিভাগে কর্মরত ২.৫৬ লক্ষ গ্রামীণ ডাক সেবকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় যোগাযোগ, রেল এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ আজ ডাক বিভাগে কর্মরত ২.৫৬ লক্ষ গ্রামীণ ডাক সেবকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ঘোষণা করলেন। এই গ্রামীণ ডাক সেবকরা গ্রামাঞ্চলে ডাক পরিষেবার সংস্থানে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেন। এই প্রকল্পের মূল বিষয় হ'ল -

- কর্মজীবনের ১২, ২৪ এবং ৩৬ বছরে গ্রামীণ ডাক সেবকরা বার্ষিক ভিত্তিতে বর্ধিত হারে পারিশ্রমিক পাবেন। এর পরিমাণ হবে যথাক্রমে, বছরে ৪ হাজার ৩২০, ৫ হাজার ৫২০ এবং ৭ হাজার ২০০ টাকা।
- এই অর্থ সময়-ভিত্তিক ধারাবাহিক ভাতা (টাইম রিলেটেড কন্টিনিউটি অ্যালাউয়েন্স - টিআরসিএ)-র অতিরিক্ত।
- এর ফলে উপকৃত হবেন ২.৫৬ লক্ষেরও বেশি গ্রামীণ ডাক সেবক।

জ্ঞানেশ কুমার এবং সুখবীর সিং সান্ধু নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু আজ ভারতের নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আসন্ন নির্বাচনে বৃহৎ কর্মযজ্ঞ শুরুর মুখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার নির্বাচন সদনে নব-নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনারদের শুভেচ্ছা জানান। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে যখন ২০২৪-এ সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করতে যাচ্ছে, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাঁদের এই পদে যোগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান তিনি। গেজেটে ১৪-ই মার্চ ২০২৪ নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। কেরল এবং উত্তরাখণ্ড ক্যাডারের শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু উভয়েই ১৯৮৮ ব্যাচের আইএএস।

আগামী সপ্তাহে ভুটান সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গতকাল নতুন দিল্লিতে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং তোবগের সঙ্গে দেখা করেন। ২০২৪-এ দায়িত্বগ্রহণের পর তাঁর প্রথম ভিন দেশ সফরে ভারতে এলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী। দুই নেতা পরিকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ, শক্তি ও জ্বালানি, জলবিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। ভারত এবং ভুটানের অনন্য অংশীদারিত্বকে আরও নিবিড় করার কথা বলেন দুই নেতা। ভুটানের উন্নয়নের প্রশ্নে ভারতকে এক বিশ্বস্ত সহযোগী বলে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী তোবগে। ভুটানের রাজার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ওই দেশ সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আমন্ত্রণ জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

২ পাতার পর

স্পার্ক মিন্ডা হেলমেট পরিসরে একটি নতুন সংযোজন, ভিস্টা-এর সাথে অতুলনীয় সুরক্ষার অভিজ্ঞতা নিন

উল্লেখযোগ্য মূল্য অফার করে। ভিস্টা হেলমেট চালু করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আসে, কারণ ভারত জুড়ে হেলমেট সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে । সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২২ সালে ভারতে ৫০,০০০ এরও বেশি জীবন বাঁচাতে হেলমেট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবুও, রিপোর্টে বলা হয়েছে যে দেশের মাত্র ৬০% টু-হুইলার চালক নিয়মিত হেলমেট পরেন। সড়ক নিরাপত্তার প্রচারে তার উৎসর্গের সাথে, স্পার্ক মিন্ডা ধারাবাহিকভাবে উচ্চ মানের হেলমেট তৈরি করেছে যা সবচেয়ে কঠোর নিরাপত্তা মান পূরণ করে। ভিস্টা হেলমেটটি ও এর ব্যতিক্রম নয় - এটি ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরো (বিআইএস) দ্বারা প্রত্যয়িত এবং সমস্ত সর্বশেষ নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণ করে। সরকার ও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হেলমেট ব্যবহার জোরদার করার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে, কঠোর হেলমেট আইন প্রয়োগ করছে এবং নিয়মিত সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছে। ফলস্বরূপ, ভারতে হেলমেট পরা রাইডারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্পার্ক মিন্ডা ভারতে স্বয়ংচালিত উপাদান এবং আনুষাঙ্গিক গুলোর একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক হিসাবে একটি অনন্য অবস্থান ধরে রেখেছে। উচ্চ মানের পণ্য তৈরির জন্য বিখ্যাত যা ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে কঠোর নিরাপত্তা মান পূরণ করে, স্পার্ক মিন্ডা হেলমেট গুলি তাদের উচ্চ মানের মান, স্থায়িত্ব, আরাম এবং শৈলীর জন্য পালিত হয়। উপরন্তু, স্পার্ক মিন্ডা ভারতীয় স্বয়ংচালিত শিল্পে একটি বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, উদ্ভাবন এবং গুণমানের জন্য একটি দৃঢ় খ্যাতি অর্জন করেছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ১৬ মার্চ, ২০২৪ শনিবার ০২ চৈত্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

উৎসব গিয়েছে থমকে, উদ্বেগ ক্রমশই বাড়ছে, মমতায় মত মতুয়াদেরও

অনেকেই দাবি করেন, তাঁরা নতুন জীবন পেলেন। কেউ বা বলেন, তাঁরা এই প্রথম স্বাধীন হলেন। কেউ কেউ তো অন্ধ ভক্ত হয়ে মোদি ও বিজেপির জয়গানে মেতে ওঠেন। কিন্তু এরপর সময় যতই গড়িয়েছে, সেই উৎসবের ছবি ততই ফিকে হয়েছে। পাল্লা দিয়ে ততই বেড়েছে উদ্বেগ। যারা সি এ এ দেশজুড়ে লাগু হওয়ার ঘটনায় দুই হাত তুলে নৃত্য করেছেন, উতসবে সামিল হয়েছেন, তাঁরাও এখন উদ্বেগে রয়েছেন। কার্যত বুধ সন্ধ্যা থেকেই ছবি বদলে যেতে শুরু করেছে বাংলার মতুয়ামহল হিসাবে পরিচিত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ এবং নদিয়া জেলার রানাঘাট ও কল্যাণী মহকুমা এলাকা। পরিবর্তে মতুয়াদের গোঁসাই থেকে ভক্ত সবাই এখন মমতার মতেই ঘাড় হেলাচ্ছেন। এড়িয়ে যাচ্ছেন নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করার সুযোগকে। সোম সন্ধ্যায় দেশজুড়ে নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হতেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার গাইঘাটা ব্লকের ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে আনন্দে মেতেছিলেন মতুয়ারা। কিন্তু ঠিক তার পরের দিন এই জেলারি হাবড়াতে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকেই তিনি সোচ্চার হন সি এ এ নিয়ে। কার্যত সেই সভা থেকে তিনি মতুয়াদের সি এ এর নিয়ে সতর্ক করে দেন। সাফ জানিয়ে দেন, 'নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করলেই আপনারা অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন। তারপর কিন্তু আর আপনাদের কোনও অধিকার থাকবে না।' মমতার ওই বক্তব্যের পর আশঙ্কা ঘনিয়েছে মতুয়াদের মনে। মমতার বক্তব্যের সঙ্গে এখন সহমত প্রকাশ করেছেন সাধারণ মতুয়া থেকে পাগল, গোঁসাইদের অনেকেই। আর তাই নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার রাস্তায় হাঁটতে চাইছেন না মতুয়াদের একটা বড় অংশ। এমনকি আগামী দিনে তাঁরা ঠাকুরবাড়িতে অনশন শুরু করার কথাও ভাবছেন। কার্যত বিজেপির অনেক নেতা থেকে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই ভেবেছিলেন, সি এ এ কার্যকর হলেই মতুয়ারা দলে দলে ভিড় জমাবেন ঠাকুরবাড়িতে। আর সেই ভিড়কেই বিজেপি মুখো করবেন তাঁরা। কিন্তু সেই হিসাব মেলেনি। ঠাকুরবাড়িতে বেশি মতুয়া যাননি।গোঁসাইদের দাবি, মতুয়ারা বুঝতে পেরেছেন, সি এএ-তে আবেদন করার অর্থই হলো তাঁরা ভারতবর্ষের নাগরিক নন, সেটা মেনে নেওয়া। একইস অঙ্গে মেনে নেওয়া যে তাঁরা অবৈধ ভাবে এদেশে এসেছেন। আর সেটা করতে হলে মতুয়া-সহ উদ্বাস্তুদের বিপদ বাড়ির দুয়ারে এসে কড়া নাড়বে। আর তাই বুধবার থেকেই দেখা যাচ্ছে মতুয়াদের মধ্যে পারতপক্ষে কেউ আর ঠাকুরবাড়ি মুখো হচ্ছেন না। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, বিজেপি ভোটের মুখে সি এ এ ঘোষণা না কলেই পারতো। যা ছবি উঠে আসছে তা কার্যত বলে দিচ্ছে, এই আইন ২৪'র ভোটে বিজেপির কাছে বুমেরাং হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী হাবড়ার সভা থেকে বলেছিলেন, 'ভোটের মুখে এটা বিজেপির নাগরিকত্বের অধিকার কাড়ার খেলা। মতুয়াদের বলছি, আবেদন করার আগে একবার নয়, ভাববেন হাজার বার। আবেদন করার পর আপনাদের বাবামায়ের জন্মের শংসাপত্র চাইবে। দিতে না পারলেই আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে।'

সারা বিশ্বে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

সাংবাদিকতা বিষয়টির সঙ্গে ইংরেজি 'স্মার্ট' শব্দটা যুক্ত বেশ আদিকাল থেকেই। সাংবাদিক মানেই তাকে স্মার্ট হতে হয়। কেননা তাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হয়। হতে হয় প্রগতিশীল। নিজেকে নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এককথায় বললে, নতুন যেকোনো বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকা ও তা নিয়ে প্রশ্ন করে যাওয়া এক সাংবাদিকের স্বভাবসুলভ আচরণ। কিন্তু স্মার্ট সাংবাদিকতার যুগে শুধু নতুন তথ্য খুঁজে আনলেই চলছে না, মানুষ নতুন নতুন বিষয় দেখতে চাচ্ছে। অর্থাৎ লেখা সংবাদের থেকে মানুষ দেখতে বেশি পছন্দ করছে। আর এ কারণেই বদলে যাচ্ছে প্রিন্ট পত্রিকা ও সংবাদ ওয়েবসাইটগুলো। প্রিন্ট পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতা থেকে শুরু করে বেশ কিছু পাতায় এখন নিয়মিত দেখা যাচ্ছে 'কিউআর কোড', যেখানে লিখিতি সংবাদটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ভিডিও তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে পাঠকদের জন্য। ওয়েবসাইটগুলোতে যেখানে শুধু ফটোগ্যালারি ছিল, সেই স্থানটি দখল করে নিয়েছে ভিডিও গ্যালারি। অনলাইন সংবাদে যেখানে বেশি বেশি ছবি ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হতো, তার বদলে বর্তমানে ভিডিও ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এমবেড করে সাজানো হচ্ছে সংবাদ। পাঠকের সঙ্গে আরও বেশি মিথষ্ক্রিয়ায় এগিয়ে চলছে গণমাধ্যমগুলো।বর্তমানে একজন সাংবাদিককে একই সঙ্গে ভালো প্রতিবেদক, ভালো সহ-সম্পাদক, ভালো ফটোগ্রাফার, ভালো ভিডিওগ্রাফার এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভিডিও এডিটরের কাজ করতে হচ্ছে। এককথায় বললে 'ওয়ান ম্যান আর্মি'র মতো 'ওয়ান ম্যান জার্নালিস্ট'। বিদেশে এ ধরনের সাংবাদিকতাকে ব্যাকপ্যাক জার্নালিজম হিসেবেও অভিহিত করা হয়। তবে দেশে ও বিদেশে উভয় স্থানে এমন সাংবাদিকদের এখনও বুলিংয়ের শিকার হতে হয় বাকি 'মূলধারার' সাংবাদিকদের কাছে। বাংলাদেশে এমন সাংবাদিকদের পরিচয় হিসেবে বলা হয় 'মোজো' (মোবাইল জার্নালিস্ট), মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার বা অনলাইন রিপোর্টার। অবশ্য ফিল্ড সাংবাদিকতা করতে গিয়ে তাদের নাম হয়ে যায় 'এই মোবাইল'।

এদিকে অনেকেই গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করেন। কিন্তু বিবেক-বিবেচনা আছে, প্রজ্ঞা আছে; এমন কোনো মানুষ নিরপেক্ষ হতে পারে না। শুধু রোবটের পক্ষেই নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব। একজন সাংবাদিক সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশের সদস্য। তিনি সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায্য-অন্যায্যের পার্থক্য নিজে বুঝবেন; মানুষকে বুঝতে সহায়তা করবেন এবং অবশ্যই তিনি সত্যের পক্ষে, ভালোর পক্ষে, ন্যায্যর পক্ষে থাকবেন। এখানে নিরপেক্ষতার কোনো সুযোগ নেই। আপনার সম্পাদিত পত্রিকা বা গণমাধ্যমই জানান দেবে আপনি কোন পক্ষে। তবে এইসব কথা লেখা যত সহজ, বলা যত সহজ; বাস্তবে ততই কঠিন। তারচেয়ে বড় কথা হলো ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায্য-অন্যায্য মাপার কাঠিটা কে ঠিক করবে? আমার কাছে যেটা ভালো, আপনার কাছে তো সেটা ভালো নাও মনে হতে পারে। তবে সম্পাদককে প্রজ্ঞায় সবার চেয়ে আলাদা থাকতে হবে। তার বিবেক-বিবেচনা হতে হবে প্রখর, তার সততা হতে হবে প্রশ্নাতীত। তাকে সাহসী হতে হবে, দায়িত্বশীল হতে হবে। তার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর দায়িত্ব নিতে হবে, ছাপা হওয়া প্রতিটি অক্ষরের দায়িত্ব নিতে হবে। ভুল হতেই পারে। আর ভুল করলে তা শুধরে নেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। কোনো চাপের কাছেই নতি স্বীকার করা যাবে না। লেখায়, চিন্তায় যেন নির্দোষ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ভয় এবং পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে উঠে তাকে ভাবতে হবে। আমি কোনো সম্পাদকের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করবো না। তবে আমি আশা করবো, তার চিন্তা বা বিবেক কোনো দলীয় আনুগত্যে আচ্ছন্ন থাকবে না। তার চোখ যেন দুটিই থাকে। সব দলের, সব মতের, সব মানুষের ভুল বা বিচ্যুতি যেন তার চোখে পড়ে।

সম্পাদক হিসেবে হওয়া উচিত পক্ষপাতহীন। আপনি শুধু সত্যটা লিখবেন। একজন সম্পাদকের চোখে যেন সব দলের-মতের ভালো-মন্দ সবটাই চোখে পড়ে। উন্নয়নের পেছনে যদি কোনো দুর্নীতি থাকে, সুশাসনের অভাব, গণতন্ত্রহীনতা, প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার খবরও আপনাকেই লিখতে হবে। তাহলেই আপনি ভালো সম্পাদক, সমাজের দর্পণ।

একটি গণমাধ্যম ততটাই সাহসী, যতটা তার সম্পাদক। একজন সম্পাদককে সবসময় মনে মনে শপথ নিতে হবে, 'আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।' তবে সংবাদপত্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আদিযুগে পাথর বা শিলালিপিতেই সংবাদ প্রচার করা হতো। তখন সম্রাট বা শাসকের রাজনৈতিক ঘটনাবলি, যুদ্ধের বিবরণ, প্রজা বা নাগরিকদের প্রতি বার্তা প্রচার করা হতো। হরফ বা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় মধ্যযুগের ১৪৪০-১৪৫০ সালে; ইউরোপের জার্মানিতে। তখন খবর বলতে যুদ্ধ, আজব ও গুজব ছাপা হতো। ১৭০২ সালে প্রথম এক পাতার ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেইলি কারেন্ট' প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ড থেকে। তখন খবর বলতে চটকদার অপরাধ, কেচ্ছা, নিলাম আর নিষেধাজ্ঞা ছাপা হতো। ভারতে প্রথম পত্রিকা বের হয় কলকাতা থেকে ২৯ জানুয়ারি ১৭৮০ সালে। পত্রিকার নাম 'বেঙ্গল গেজেট'। টিকেছিল মাত্র দুই বছর। বাংলায় সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের ১৪ মে। পত্রিকার নাম 'বাঙ্গাল গেজেট'। প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতো সরকারি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, জন্ম-মৃত্যু, বিয়ের খবর। সতীদাহ নিয়ে এ সময় আরো দুটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সাপ্তাহিক সমাচার ও মাসিক দিগদর্শণ। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকার নাম 'জ্যোতি'। বেরিয়েছিল ১৯২১ সালে, চট্টগ্রাম থেকে। দেশ ভাগের পর ১৯৪৭ সালের ১৮

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

।। শ্রীরামপুর থানার পাশে স্থাপিত শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দিরে, ২০২৪ খ্রি: শীতলা মায়ের ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় প্রথম দর্শন।। প্রতিমা শিল্পী - স্বামী পরমানন্দ গিরিজী মহারাজ

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিংবা কাঁদায় মিশ্রিত স্থান থেকেও তার খাদ্য খুঁজে নিতে পারে। মায়ের সঙ্গে পূজিত হয়ে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে- সবাই যেন সবার অসার বা ভেজাল/অকল্যাণকর পরিহার করে সার বা ভালো কিছু অর্থাৎ নিত্য পরমাত্মাকে গ্রহণ করেন এবং পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করে সুন্দর পথে চলতে পারি।সেই কারনে কী?সরস্বতী দেবীর এক হাতে বীণা। ক্রমশঃ

মুখ্যমন্ত্রীর আজ ফের শারীরিক পরীক্ষা, ঘটনার সময় কারা ছিলেন ?..

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার বাড়িতে পড়ে গিয়ে কপালে গুরুতর আঘাত পান মুখ্যমন্ত্রী। গতকাল সন্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীকে এসএসকেএমে নিয়ে আসা হয়। কপালে ৩টি ও নাকে একটি সেলাই পড়েছে। আজ ফের হবে শারীরিক পরীক্ষা। এদিকে আচমকা এমন ঘটনায়, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমাদের হাসপাতালে আসেন। পিছন থেকে ধাক্কার ফলে, তিনি বাড়িতে পড়ে যান। তাঁর মাথা আঘাত লাগে, কপালে এবং নাকে চোট ছিল এবং সেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছিল।গতকাল, মেডিকয়াল বুলেটিনে এসএসকেএমের ডিরেক্টরের মন্তবয় ছিল, 'পিছন থেকে ধাক্কার জন্য পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।' পরে নিজের আগের মন্তবেয়র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে, পুরনো অবস্থান থেকে কার্যত সরে আসেন মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে পেছন থেকে শারীরিক ভাবে কেউ ধাক্কা মেরেছেন এটা বলতে চাইনি। আসলে পড়ে যাওয়ার সময় মুখয়মন্ত্রীর মনে হয়েছিল, তিনি কোনও ধাক্কা খেয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনেক সময় এরকম মনে হয়। কিন্তু, আসলে সত্যি সত্যি কেউ তাঁকে ধাক্কা মারেনি', এটা তাঁর মনে হয়েছিল, মন্তব্য এসএসকেএমের ডিরেক্টরের। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সময় কারা ছিলেন, করা হবে বয়ান রেকর্ড। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, কেউ ধাক্কা মারেনি।বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, পিছন থেকে ধাক্কার ফলে পড়ে যাওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। চিকিতসকদের সামনে এবং পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে তাঁর যে কথা হয়েছে, তাতেও তিনিই বলেছেন যে, পিছন থেকে ধাক্কা মারা হয়েছে, তাতেই তিনি পড়ে গেছেন। বৃহস্পতিবার বালিগঞ্জে প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বাড়ি ফেরার পর ঘরে ঢুকে যান মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাড়ির আরও কয়েকজন ছিলেন। একটি মেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দেখভাল করেন। তিনি হঠাত এসে বলেন,মুখ্যমন্ত্রী পড়ে গেছেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে সবাই গিয়ে দেখে, মুখ্যমন্ত্রী বসে রয়েছেন। খুবই ঘাবড়ে গেছেন। তাঁর কপাল থেকে রক্ত বের হচ্ছে।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

লোকসভা নির্বাচনের টিকেট না পেয়ে যা বললেন নুসরাত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রবিবার লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে পশ্চিবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস। ৪২টি কেন্দ্রের প্রার্থীর তালিকায় বেশ কিছু রদবদল হয়েছে। কিন্তু এই তালিকায় নাম নেই অভিনেত্রী নুসরাত জাহানের। বসিরহাট কেন্দ্রের সংসদ সদস্য ছিলেন নুসরাত। কিন্তু আসন্ন লোকসভা ভোটের তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা বলছে, ওই কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়বেন হাজি নুরুল ইসলাম। নুসরাতকে টিকেট দেয়নি দল। নুসরাতের লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে সন্দেশখালি গ্রাম। গত দু'মাসে রাজনৈতিক দলগুলির মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে জায়গাটি। সন্দেশখালীতে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব হয়েছে শহর থেকে শহরতলি ও গ্রাম। লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরের দিনই ইনস্টাগ্রামে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন নুসরাত। পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেলো উদাস ভঙ্গিতে বসে রয়েছেন নায়িকা। সামনের টেবিলে রাখা নানা ধরনের খাবার, পানীয়, ফ্রেঞ্চফ্রাই। একটি প্লেটে 'সাওয়ারডো'। পাউরুটি, লেটুস এবং অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরি টক স্বাদের এক বিশেষ পদ। ছবির নীচে নুসরাত যা লিখেছেন, তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'আমি 'টক' মানুষের চেয়ে 'সাওয়ারডো' বেশি পছন্দ করি।'

ভোটের টিকেট না দেওয়ায় নুসরাত কি খোঁচা দিলেন দলকে? নাকি পাঁচ বছরের বিদায়ী সংসদের মনে একরাশ অভিমান জমা হয়েছে? উঠছে প্রশ্ন। তবে এ সবের উত্তর অবশ্য একমাত্র দিতে পারেন নুসারতই।

আরবাজের সঙ্গে ডিভোর্সের কারণ জানালেন মালাইকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় সাবেক তারকা দম্পতি আরবাজ খান ও মালাইকা অরোরা। ভালোবেসেই ঘর বেঁধেছিলেন দুজন। কিন্তু ভেঙে যায় তাদের সেই সংসার। ২০১৬ সালে ১৯ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানেন আরবাজ-মালাইকা। এবার ডিভোর্সের কারণ জানালেন এই অভিনেত্রী।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে নিজের পুরোনো বিবাহিত জীবনের নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেন মালাইকা। এসময় অভিনেত্রী জানান, তাদের একমাত্র ছেলে আরহান খানের ভালোর জন্যই ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল তাকে।

মালাইকা বলেন, আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি- সেখানে আমাকে বলা হয়েছিল জীবনকে উপভোগ করতে, বেশি লোকের সঙ্গে মিশতে এবং তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে। তারপরও জানি না আমার মাথায় কী ঢুকেছিল, আমি ২২-২৩ বছরে বিয়ে করতে চেয়েছি। কেউ আমাকে জোর করেনি।

তিনি বলেন, যখন আমি ডিভোর্স নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন আমি অনুভব করেছি আমার সন্তানকে আরও ভালো করে বড় করার জন্য আমাদের ডিভোর্সটা দরকার। আমি বিশ্বাস করি তুমি তোমার আশপাশের মানুষদের তখনই ভালো রাখতে পারবে, যখন নিজে ভালো থাকবে।

আরবাজের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর ব্যাপক কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন মালাইকা। রীতিমতো সামাজিকভাবে শিকার হন তিনি। এমনকি খোরপোশ নিয়েও নানান ধরনের কথা শুনতে হয়েছে মালাইকাকে। অনেকের ধারণা - ডিভোর্সের সময় অনেক টাকার খোরপোশ নিয়েছেন এই অভিনেত্রী। আর সেটা দিয়েই নিজের বিলাসী জীবনযাপন করেন।

শুধু ডিভোর্সই নয়, আরবাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ১২ বছরের ছোট অর্জুন কাপুরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জোড়ানোর কারণেই সমালোচনার মুখ পড়েন মালাইকা। তবে অভিনেত্রীর সেই সম্পর্কও ভেঙে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ে করে ফের সংসার জীবনে পা রেখেছেন আরবাজ। তবে তিনি জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেও অনেকটাই নিঃসঙ্গ মালাইকা।

নুসরাত-মিমি বাদ, মমতার হয়ে লড়বেন রচনা-দেব-সায়নীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ঘনিয়ে আসছে ভারতের লোকসভা নির্বাচন। এরইমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলো। ভারত থেকে 'জমিদার' হটানোর ডাক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। রোববার (১০ মার্চ) দলটির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কলকাতায় এক রাজনৈতিক সভায় দাঁড়িয়ে দলের ৪২ জন তৃণমূল প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ২৬ আসনে নতুন মুখ এনেছে ক্ষমতাসীন দলটি।

প্রার্থিতালিকায় প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান বা কীর্তি আজাদের মতো নাম চমক দিয়েছে। তবে নতুন মুখেদের একটা বড় অংশ লোকসভার বাইরের জনপ্রতিনিধি। তারকাদের আছেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া, অভিনেতা দেব।

মিমি যে এবারের নির্বাচনে থাকছেন না, সে আভাস আগেই মিলেছে। অভিনেত্রী নিজেই কিছু দিন আগে রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ইস্তফা দিয়েছেন মমতার দফতরে গিয়ে। এরপর তিনি বলেছিলেন, 'আমার জীবন অধ্যায়ের অধিকাংশ সময় অভিনয় জগতে থেকে মানুষকে মনোরঞ্জন করেছি। কিন্তু বিগত ৫ বছর, বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ গণতন্ত্রের একজন সংসদ সদস্য হিসেবে যতটা কাজ সাধারণ মানুষের জন্য করতে পেরেছি, মানুষের করের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করে উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। সৎ পথে থেকে মাথা উঁচু করে এগিয়ে গেছি, সেই সফরের কথা মনে করলে মারাত্মক আত্মতুষ্টি হয়।'

তবে নুসরাত জাহানের বিষয়ে সেভাবে কিছু আঁচ করা যায়নি। রবিবারের (১০ মার্চ) ঘোষণাতেই তার বাদ পড়ার বিষয়টি সামনে এলো। এ নিয়ে অবশ্য অভিনেত্রী এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

নুসরাতের বসিরহাট থেকে প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম। হুগলি থেকে প্রার্থী করা হল 'দিদি নং ওয়ান' রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

যাদবপুরে এবার প্রার্থী যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। ঘাটাল থেকে তৃতীয়বারের জন্য লড়বেন দেব। প্রার্থী করা হল অভিনেত্রী-বিধায়ক জুন মালিয়াকেও।

ইসরায়েল আমাদের ইহুদি সত্ত্বাকে ছিনিয়ে নিয়েছে : অস্কার বিজয়ী গ্লিজার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বুকে ফিলিস্তিনি পতাকা নিয়ে অস্কার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের লাল গালিচায় উপস্থিত হয়েছেন অভিনেতারা। সেরা চিত্রনাট্যের জন্য অস্কার বিজয়ী ফিল্ম 'অ্যানাটমি অফ এ ফল'-এর অভিনেতারা ইসরায়েলি গণহত্যা বিরোধী ওই প্রতীকী প্রতিবাদ জানান। গতকাল সোমবার আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে গতরাতে ৯৬তম অস্কার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেরা অ-ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্রের জন্য অস্কার বিজয়ী 'দ্য ফেভারিট জোন' চলচ্চিত্রের পরিচালক জনাথন গ্লিজার বলেছেন, দখলদার ইসরায়েল আমাদের ইহুদি সত্ত্বাকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

একইভাবে বিলি আইলিশ, আভা ডুভার্নে, মার্ক রাফেলো, রামি ইউসুফের মতো হলিউড তারকাদের অনেকেই গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রতীক হিসেবে বুক চাপড়িয়ে লাল গালিচা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

রামি ইউসুফ এক সাক্ষাৎকারে গাজায় শিশু হত্যা বন্ধের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা অনতিবিলম্বে গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতিসহ ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও শান্তির দাবি জানাই। ইসরায়েলি বোমা হামলা বন্ধ হলেই কেবল আলোচনা হতে পারে।

উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার অস্কার অনুষ্ঠান চলাকালে ফিলিস্তিন সমর্থকরা অনুষ্ঠান হলের বাইরে বিক্ষোভ করে এবং গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে স্লোগান দেয়।

লিভারপুল-ম্যানসিটি

মহারণে জিতলো না কেউই

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয় লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটি। আগেরদিন ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে শীর্ষে উঠে যায় আর্সেনাল। লিভারপুলের সামনে সুযোগ, শীর্ষস্থানে ফিরে আসা। ম্যানসিটির সামনেও সুযোগ ছিল এককভাবে শীর্ষে ওঠার। কিন্তু কোনো দলেরই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে পেপ গার্দিওলার শিষ্যদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের শিষ্যরা।

লিভারপুলের মাঠে ম্যাচের ২৩তম মিনিটেই এগিয়ে যায় ম্যানসিটি। জন স্টোনস গোল করে এগিয়ে দেন গার্দিওলার দলকে। প্রথমার্ধে কোনো গোল দিতে পারেনি লিভারপুল। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকেই গোলটি শোধ করে দেয় অল রেডরা। আর্জেন্টাইন তারকা অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার পেনাল্টি শট থেকে গোলটি করেন। এরপর আর কেউ কারো জালে বল জড়াতে পারেনি।

লিভারপুল-ম্যানসিটির ড্র করাতে লাভ হলো আর্সেনালেরই। একদিন আগে যে তারা শীর্ষে উঠেছিল, সেখান থেকে আর সরে আসতে হয়নি গানারদের। শীর্ষেই রইলো। যদিও লিভারপুল আর আর্সেনালের পয়েন্ট সমান, ২৮ ম্যাচে ৬৪ করে। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে ম্যানসিটির পয়েন্ট ৬৩।

পেপ-ক্লপ দ্বৈরথের ইতি

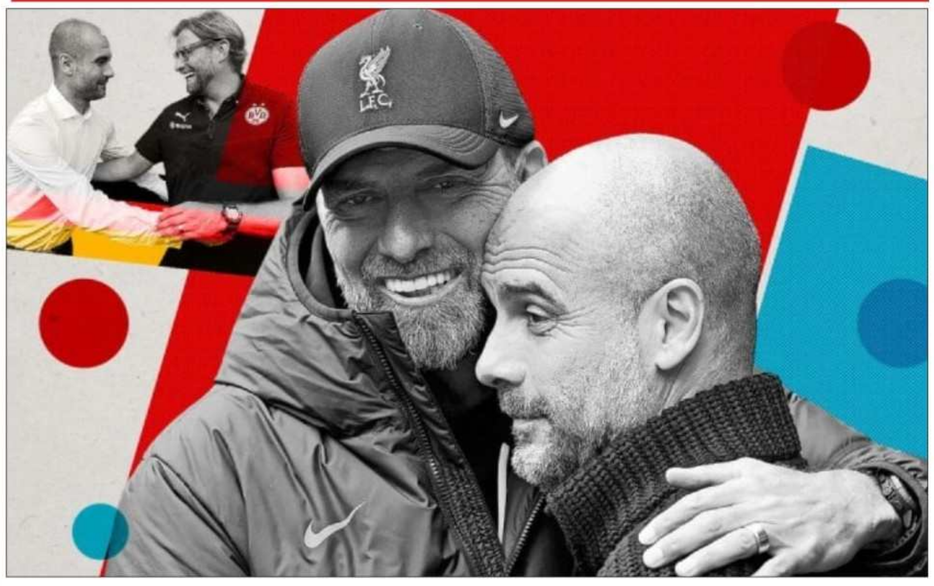

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শেষ বাঁশি বাজতেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। প্রিমিয়ার লিগে শেষবারের মতো মুখোমুখি হয়েছেন বলেই হয়তো তাদের এই আন্তরিকতাভরা কুশল বিনিময়। এমনকি ম্যাচ শুরুর আগেও একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন। আলোচিত এ শেষ দেখায় ইয়ুর্গেন ক্লপ ও পেপ গার্দিওলার কেউই জয়ের মুখ দেখেননি। অ্যানফিল্ডে ১-১ গোলে ড্র হয়েছে লিভারপুলের সঙ্গে ম্যানচেস্টার সিটির লড়াই। তবে গার্দিওলার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেও পরে রেফারিকে ধুয়ে দিয়েছেন লিভারপুল বস ক্লপ। নিশ্চিত পেনাল্টি না দিয়ে রেফারি তাদের জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ জার্মান কোচের।

মৌসুম শেষে লিভারপুল ছাড়ছেন ক্লপ। তাতে গার্দিওলার সঙ্গে তাঁর যে দীর্ঘ দ্বৈরথ, সেটারও ইতি ঘটতে চলেছে। রেফারিদের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দেওয়ার মাঝেই গার্দিওলার সঙ্গে দ্বৈরথ নিয়ে কথা বলেছেন ক্লপ, 'অবসরের পর তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বটা আরও ঘনিষ্ঠ করে নেব।'

অবশ্য ম্যাচ শুরুর আগেই তাদের সুসম্পর্কটা টের পাওয়া গিয়েছিল। ক্লপ বলেছিলেন, ওফলাফল যাই হোক, আমার মনে হয় না আমাদের দু'জনের কারোই শ্যাম্পেনের বোতল খোলা উচিত হবে। দু'জনই সময়ের সেরা কোচ। তাদের এ দ্বৈরথে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে প্রিমিয়ার লিগ। ক্লপ লিভারপুলে যোগ দিয়েছেন ২০১৫ সালে। তার পরের বছরই ম্যানসিটিতে যোগ দেন গার্দিওলা। এর পর থেকে প্রিমিয়ার লিগে এই দু'দল, আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে এ দুই কোচের লড়াই চলছে। গত ছয় মৌসুম দু'দলের মধ্যেই লিগ শিরোপা ভাগাভাগি হয়েছে। যদিও সেখানে পাঁচবার জিতে একাধিপত্য গার্দিওলার। তবে গত মৌসুম ছাড়া শিরোপা লড়াই এ দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দু'জনের শেষ লড়াই অ্যানফিল্ডে হলেও কাগজ-কলমে গার্দিওলার সিটিই এগিয়ে ছিল। এর বড় কারণ ইনজুরিতে জর্জরিত অবস্থা ক্লপের লিভারপুলের। তবে তরুণদের নিয়েও দাপট দেখিয়েছে লিভারপুলই। তাই তো রোববার হার এড়াতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন গার্দিওলা, 'আমরা জানতাম ১০-১৫ মিনিটের একটা সুনামি আসবে। তখন আমাদের টিকে থাকতে হবে। কঠিন লড়াই হয়েছে। এটা এমন একটি ম্যাচ, যেখানে এককভাবে কারও নিয়ন্ত্রণ ছিল না।'

এই দ্বৈরথের জন্য লিভারপুলেরও প্রশংসা করেছেন তিনি, 'লিভারপুলকে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। এই দ্বৈরথের জন্য তারা যা করেছে সেটা অবিশ্বাস্য, আজ তারা সেটা আবারও প্রমাণ করেছে। আমি জানি, এখানে এসে জেতাটা কত কঠিন।'

ম্যাচের শেষ দিকে সুনামির মতো সিটির সীমানায় আছড়ে পড়েছিলেন সালাহ, ম্যাক অ্যালিস্টাররা। তখন রেফারি একটি পেনাল্টি না দেওয়ায় বেশ ক্ষেপেছেন ক্লপ। যোগ করা সময়ের শেষ মুহূর্তে সিটির বক্সের ভেতর ম্যাক অ্যালিস্টারের বুকে বুট দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেন জেরেমি ডোকু। এ ধরনের ফাউলে সাধারণত পেনাল্টি হয়। কিন্তু মাঠের রেফারি বাঁশি বাজাননি, এমনকি ভিএআরের দায়িত্বে থাকা রেফারিও ফাউলটা খতিয়ে দেখার জন্য মাঠের রেফারিকে বলেননি। যে কারণে ক্ষুব্ধ ক্লপ প্রশ্ন করেন, 'ভিএআর কক্ষে থাকা লোকটা লাঞ্চে কী খেয়েছিল?'

মেসির অভাব টের পেলো মায়ামি

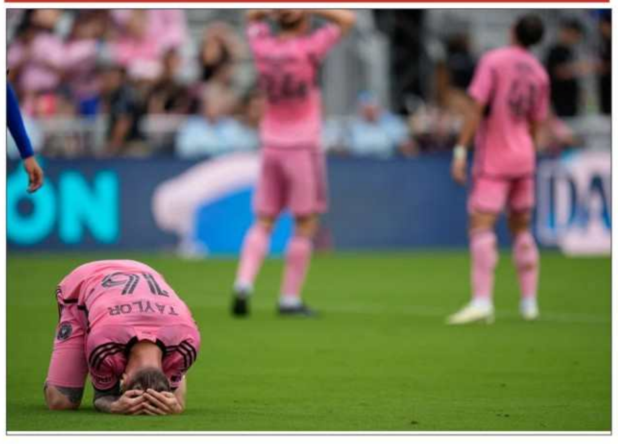

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে ইনজুরি আক্রান্ত মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমে সিএফ মন্ট্রিয়ালের বিপক্ষে হার নিয়ে মাঠ ছেড়েছে মায়ামি। বাংলাদেশ সময় সোমবার (১১ মার্চ) ভোরে শুরু হয় ম্যাচটি।

এদিন ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। ১৩ মিনিটের মাথায় মন্ট্রিয়ালের ফার্নান্দো আলভারেজ গোল করে এগিয়ে নেন দলকে। প্রথমার্ধে এই একটি গোলই হয়। এরপর ৭১ থেকে ৮০ মিনিটের মধ্যে চারটি গোল হয়। তার দুটি করে মায়ামি, দুটি করে মন্ট্রিয়াল।

৭১ মিনিটে মায়ামির লিওনার্দো কাম্পানা গোল করে সমতা ফেরান। তবে ৭৫ মিনিটে মন্ট্রিয়ালের মাতিয়াস কোকারো গোল করে এগিয়ে নেন দলকে। ৭৮ মিনিটে সুনুসি ইব্রাহিম গোল করলে মন্ট্রিয়াল এগিয়ে যায় ৩-১ ব্যবধানে। অবশ্য ৮০ মিনিটের মাথায় মায়ামির জর্ডি আলবা গোল করে করে ব্যবধান কমান। কিন্তু বাকি সময়ে হার এড়াতে পারেননি।

গেল বৃহস্পতিবার কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে নাশভিল এসসি'র বিপক্ষের ম্যাচে সামান্য ইনজুরিতে পড়েন মেসি। সবাই ধরে নিয়েছিল আজ খেলবেন তিনি। কিন্তু তাকে নামানো হয়নি। শুধু তাই নয়, সার্জিও বুসকেটস ও লুইস সুয়ারেজও অল্প সময়ের জন্য মাঠে ছিলেন।

টেস্টে আগ্রহ বাড়াতে

প্রণোদনা ঘোষণা ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে সীমিত ওভারের ক্রিকেটেই বেশি মনোযোগী হচ্ছে ক্রিকেটারা। যার ফলে অবহেলিত হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেট। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের আগ্রহ বাড়াতে 'টেস্ট ক্রিকেট প্রণোদনা স্কিম' চালুর ঘোষণা দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। এতে প্রতি মৌসুমে ৭৫ শতাংশের বেশি টেস্ট খেললে একজন খেলোয়াড়ের ম্যাচ ফি ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে! ২০২২-২৩ মৌসুমকেও এই প্রণোদনার আওতায় ধরা হয়েছে।

প্রতি মৌসুমে ৯টি টেস্ট ধরা হয়েছে। ৯ টেস্টের মধ্যে কোন খেলোয়াড় ৭ বা তারবেশি খেললে তিনি ৭৫ শতাংশ টেস্ট খেলেছেন ধরা হবে। এর ফলে ম্যাচ ফি ১৫ লাখ রুপির সঙ্গে প্রতি টেস্টের জন্য ওই ক্রিকেটার পাবেন ৪৫ লাখ রুপি। ৯ টেস্টের মধ্যে ৫ ও ৬টি টেস্ট খেললে প্রতি টেস্টের জন্য দেওয়া হবে ৩০ লাখ রুপি করে। কিন্তু ৪ টেস্টের কম খেললে কোন প্রণোদনা পাবেন না ওই ক্রিকেটার।

অর্থাৎ ৭৫ শতাংশের বেশি টেস্ট খেলা ক্রিকেটাররা প্রতি টেস্টের জন্য ম্যাচ ফি ও প্রণোদনা মিলিয়ে পাবেন ৬০ লাখ রুপি, যা বাংলাদেশি টাকার অঙ্কে প্রায় ৮০ লাখ। খেলতে ইচ্ছুক, স্কোয়াডে আছেন কিন্তু একাদশে সুযোগ পাননি এমন ক্রিকেটাররাও বঞ্চিত হচ্ছেন না। ৫০ শতাংশের বেশি টেস্টে স্কোয়াডে থাকলে ম্যাচ প্রতি মিলবে ১৫ লাখ রুপি ও ৭৫ শতাংশের বেশি থাকলে তারা পাবেন ২২ লাখ রুপি করে। শনিবার এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

কিউইদের হতাশায় ডুবিয়ে

সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দুই টেস্টের সিরিজ জিততে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের জন্য তাদের লক্ষ্য ছিল ২৭৯ রানের। আগের দিন ৭৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপেই ছিল তারা। চতুর্থ দিন ৮০ রানে পড়েছে পঞ্চম উইকেট! কঠিন সেই পরিস্থিতি থেকে রোমাঞ্চকর এক জয় ছিনিয়ে এনেছে অস্ট্রেলিয়া দল। থ্রিলারে পরিণত হওয়া ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে তারা নিউজিল্যান্ডকে ৩ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়াকে উদ্ধার করেন অ্যালেক্স ক্যারি আর মিচেল মার্শ। দুজনে খেললেন ১৪০ রানের পার্টনারশিপে। ৮০ রান করা মিচেল মার্শ ফিরতেই পরের বলেই বেন সিয়ার্স তুলে নেন মিচেল স্টার্ককে। ২২০ রানে জোড়া উইকেট শিকারের পর কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস ছিল কিউইদের মাঝে। তবে কামিন্স এসে ভেস্তে দিলেন সব পরিকল্পনা। ক্যারিকে অবশ্য আউট করা যায়নি। তিনি ১৫টি চারে ৯৮ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। তার সঙ্গে কামিন্স অপরাজিত থাকেন ৪ চারে ৩২ রানে। দলকে জেতানোর পথে সপ্তম উইকেটে তারা দুজন ৬১ রানের জুটি গড়েন। বল হাতে সিয়ার্স ৪টি উইকেট নেন। ২টি উইকেট নেন ম্যাট হেনরি। ১টি উইকেট নেন টিম সাউদি।

অপরাজিত ৯৮ রান ও ১০ ক্যাচ নিয়ে ম্যাচসেরা হন অস্ট্রেলিয়ার ক্যারি। আর সব মিলিয়ে ১০১ রান ও ১৭ উইকেট শিকার করে সিরিজ সেরা হন নিউ জিল্যান্ডের হেনরি।

এই ম্যাচে জয়ের পরেও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তিনেই থাকতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। স্লো ওভার রেটের কারণে ১০ পয়েন্ট হারিয়ে বিপাকে আছে তারা। আর পাঁচ ম্যাচে ৩ জয় নিয়ে তালিকায় দুইয়ে থাকছে নিউজিল্যান্ড।

পাথিরানা-থুশারা জুটি নিয়ে যা বললেন মালিঙ্গা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : মাথিশা পাথিরানা এখন লঙ্কানদের জার্সিতে সাদা বলের ক্রিকেটে নিয়মিত মুখ। এমনকি দলটার পেস বিভাগের বড় দায়িত্ব তার কাঁধেই। আর নুয়ান থুসারাও ইতোমধ্যেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে করেছেন হ্যাটট্রিক।

বোলিং অ্যাকশনের জন্য আগে থেকেই থুশারাকে ডাকা হয় 'ক্লোন মালিঙ্গা'। সিরিজ নির্ধারনী ম্যাচে কাজটাও তেমনই করেছেন এই লঙ্কান পেসার। টাইগারদের ব্যাটিং লাইন আপকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছেন তিনি। যেখানে নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন।

অথচ এই ম্যাচে থুশারার খেলারই কথা ছিল না। পাথিরানার চোটে সুযোগ আসে এই পেসারের। তবে লাসিথ মালিঙ্গা মনে করেন এই দুই পেসারকেই এক সঙ্গে একাদশে খেলানো উচিত। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই পেস জুটিকে দেখতে মুখিয়ে আছেন সাবেক এই পেসার।

মালিঙ্গা বলেন, 'নুয়ান থুশারার হ্যাটট্রিক ও চোখধাঁধানো পারফরম্যান্স নিশ্চয়ই বিশ্বকাপ দলে তার জায়গা নিশ্চিত করে দিল পাথিরানার সঙ্গে। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে শক্তিশালী বোলিং আক্রমণগুলোর একটি হিসেবে দারুণভাবে গড়ে উঠছে আমাদের বোলিং আক্রমণ।'

সেল্টা ভিগোকে

গুঁড়িয়ে দিল রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লা লিগার ম্যাচে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সেল্টা ভিগোকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে নেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বিরতির পর নয় মিনিটের মধ্যে দুইটি আত্মঘাতী গোল করেন ভিসেন্ত গুয়েতা ও কার্লোস ডমিঙ্গেস। সেল্টার জালে শেষ বলটি পাঠান আর্দা গুলের।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক থাকা রিয়াল এগিয়ে যেতে সময় নেয়নি খুব বেশি। ২১তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন ভিনিসিয়ুস। জটলার মধ্যে আন্টোনিও রুডিগারের হেড ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি সেল্টা গোলরক্ষক। সুযোগ পেয়ে ছয় গজ দূরের শটে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। গোল করেও থামেনি লস ব্লাঙ্কোসরা। একের পর এক আক্রমণ করলেও অবশ্য প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। বিরতির পর একই ধারায় খেলতে থাকে রিয়াল। যদিও গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে লম্বা সময়। ৭৯তম মিনিটে কর্ণার থেকে উড়ে আসা বল রুডিগার হেডে ক্রসবারে লাগে। সেখান থেকে বল গড়াতে গড়াতে সেল্টা গোলরক্ষকের পিঠে লেগে জালে জড়ায়। ৮৮তম মিনিটে আরও একটি গোল উপহার পায় রিয়াল। ভিনিসিয়ুসের বাঁকানো শট নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি ডমিঙ্গেস। তার পেয়ে লেগে বল চলে যায় জালে। যোগ করা সময় স্কোরলাইন ৪-০ করেন আর্দা গুলের। দানি সেবায়োসের থ্রু বল বক্সে পেয়ে দারুণ শটে জাল খুঁজে নেন তুর্কি এই ফুটবলার। আগের ম্যাচে ভালেন্সিয়ার সঙ্গে ড্র করা রিয়াল অবশেষে ফিরল জয়ে। ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টেবিলের শীর্ষেও। ৬২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জিরোনা। তিনে থাকা বার্সার পয়েন্ট ৬১।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR